স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 5, Issue No. 3, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2016

> ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সুতরাং তাঁহারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক। দেশ হইতে কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য বারংবার তাঁহাদের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, আর ভারত ইতিহাসের প্রথম হইতে তাঁহারাই পুরোহিতকূলের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার অভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান।
>
> —স্বামী বিবেকানন্দ

দেড় লক্ষ মানুষের ধর্মীয় মিছিল থেকে আক্রান্ত হল কালিয়াচকের হিন্দু

থানার সমস্ত পুলিশ মার খেয়ে থানা ছেড়ে পালিয়ে গেল

আতঙ্কিত হিন্দুরা দেখল পাকিস্তান তৈরির প্রস্তুতি

হামলা চালানোর পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। শুধু দরকার ছিল গন্ডগোল বাঁধাবার মতো একটা ঘটনা। ধর্মীয় মিছিলের মধ্যে একটি সরকারি বাস ঢুকে যেতে সে সুযোগও হামলাকারীরা পেয়ে যায়। শুরু হয় তান্ডব। বাসে ভাঙচুর, বিএসএফের গাড়িতে আগুন, থানায় ঢুকে হামলা এবং সর্বোপরি হিন্দুদের বাড়ি দোকানে আগুন ও লুটপাঠ চালালো ইসলামের সমর্থকেরা। ঘটনায় তন্ময় তেওয়ারি নামক এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়। গত ৩রা জানুয়ারী মালদা জেলার কালিয়াচকবাসী এই রকমই এক ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী রইল।

হিন্দু মহাসভার এক নেতা কমলেশ তেওয়ারির মুসলিম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্যের প্রতিবাদে বিশ্ব মুসলিম দরবার এক প্রতিবাদ মিছিল ডাকে। মুসলিমদের মিছিলটি যখন ৩৪ নং জাতীয় সড়কের চৌরঙ্গী রোড দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটি সরকারী বাস মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এতেই ক্ষিপ্ত ধর্মীয় সমর্থকেরা বাসটিতে ভাঙচুর করতে শুরু করে। বাসযাত্রীরা কোন মতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সেই সময়ে বিএসএফের একটি গাড়ি আসছিল মালদার দিক থেকে। সেই গাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় একটি সরকারি বাসসহ তিনটি বেসরকারি বাসে ভাঙচুর করা ও অসংখ্য গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। গাড়িগুলিতে ভাঙচুর ও আগুন ধরানোর সময় উন্মত্ত জনতা বেছে বেছে ৭৮৬ লেখা গাড়িগুলিকে বাদ দেয়। এরপর উত্তেজিত ইসলামের সমর্থকরা কালিয়াচক থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। তারা থানা ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিভিন্ন সরকারী নথি, দলিল- দস্তাবেজ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। কালিয়াচক থানার পিছনে বালিয়াডাঙ্গাতে একটি শনি মন্দিরে ভাঙচুর করে হামলাকারীরা।

সিলামপুর অঞ্চলে ছটি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় হামলাকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জন সাহা নামে এক ব্যবসায়ী জানান, সকাল থেকে একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে থানায় বোমা ছোঁড়া হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দুর ঘরে ঢুকে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা ভয়ে লুকিয়ে রয়েছি। পুলিশকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি।

শূন্যে ৪০ রাউন্ড গুলি চালিয়েও পুলিশ হামলাকারীদেরকে আটকাতে পারে না। থানার ওসি মালদা জেলার এস.পি.-র কাছে গুলি চালানোর অনুমতি চান। কিন্তু এস.পি. অনুমতি না পাওয়ায় থানার পুলিশকে দাঁড়িয়ে মার খেতে হয়। উল্টো দিকে কালিয়াচক থানা তাদের অসহায়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। পুলিশ নিজেই পিঠ বাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পর ডিএসপি দিলীপ হাজরার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ গিয়ে কালিয়চক থানার পুলিশকে উদ্ধার করে। বিক্ষোভকারীদের উন্মাদনায় দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ধর্মীয় মিছিল প্রথম থেকেই শান্তিপূর্ণ ছিল না। অনেক মানুষের হাতেই অস্ত্র ছিল। একটা গন্ডগোল পাকিয়ে পরিবেশকে অশান্ত করে তোলাই যে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা তাদের আচরণেই বোঝা গেছে।

ধর্মীয় মিছিল যখন ৩৪ নং জাতীয় সড়কে আসে তখন এক ধর্মীয় নেতা আনাউল হকের উত্তেজক বক্তব্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের উপ্তপ্ত করে তোলে। তিনি কমলেশ তেওয়ারির ফাঁসির দাবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করার হুমকিও দেন। শেফালি খাতুন নামেও এক সিপিএমের নেত্রী ও উস্কানি মূলক কথাবার্তা বলেন। এরপরই উত্তেজিত মুসলিমরা ভাঙচুর করতে শুরু করে। বিএসএফের গাড়ি সহ কমপক্ষে ৪০টি গাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। থানা লক্ষ্য করে তারা বোমা ছোঁড়ে। প্রাণ ভয়ে পুলিশ পালিয়ে গেলে থানায় ঢুকে তারা ভাঙচুর করে। থানায় আগুন ধরিয়েও দেয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কালিয়াচক থানার এক এসআই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বাধ্য হয়েই প্রাণ রক্ষার তাগিদে আমরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হই।

রবিবারের হামলার ঘটনায় উসকানি দেওয়ার জন্য মালদা জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সিপিএম-এর নেত্রী শেফালি খাতুনকে পুলিশ আটক করে। এছাড়াও থানায় তান্ডব চালানোর জন্য আরও দশজনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে থানায় ভাঙচুর, আগুন লাগানো, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারী কর্মীদের মারধোরসহ বিভিন্ন ধারায় একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫-ই জানুয়ারী) তাদের মালদা আদালতে তোলা হলে আদালত তাদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এরপরই আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা উত্তেজিত হয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের চৌরঙ্গি মোড় এলাকা ঘেরাও করে। পুলিশকে লক্ষ করে বোমাবাজি, গুলি ও ইটবৃষ্টি চলতে থাকে। বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করে। মঙ্গলবারের বোমাবাজিতে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে কালিয়াচক সুজাপুরের হিন্দুরা দিশেহারা। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে আবার পাকিস্তানের পটভূমি তৈরি হচ্ছে—কালিয়াচকে ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

হিন্দু সংহতি-র অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬, রবিবার

কলকাতা চলো

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গে নির্বুদ্ধিরাই বুদ্ধিজীবি

বিজন ভট্টাচায্যের 'নবান্ন' নাটকের 'প্রধান' চরিত্রের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে আছে- 'আপনারা কি সব বধির হয়ে গেছেন বাবুরা?' সেই উক্তির সূত্র ধরে আজকের পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবি ও সুশীল সমাজকে বলতে ইচ্ছা করছে 'আপনারা কি সব নির্বুদ্ধি হয়ে গেছেন?' নইলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ইসলামিক আগ্রাসন দেখেও এমন ভাবে চুপ করে আছেন কেন? সে কি শুধু আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার জন্য? না কি অন্য কোন স্বার্থবুদ্ধিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি যে আপনাদের মস্তিষ্ককে গুলিয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশ না বাঁচলে আপনার গদি বাঁচবে? পাশেরই পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে দেখুন না। সেখানে কমিউনিজম চলে? গান্ধী-সুভাষ চলে? চোখে দেখেও যখন আপনাদের শিক্ষা হচ্ছে না, তখন আপনাদের বলতে হয় নিলর্জ্জ বা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন। আপনারা পরান্নভোজী নির্বোধ দাসে পরিণত হয়েছেন। ঠক, উমেদার, প্রবঞ্চকের মতো আচরণ করছেন। ভবিষ্যত প্রজন্ম কিন্তু আপনাদের ক্ষমা করবে না। পশ্চিমবঙ্গের এক কালো ইতিহাসের ততোধিক কালো ব্যক্তি হয়ে ইতিহাসের পাতায় আপনারা থাকবেন।

সম্প্রতি মালদা জেলার কালিয়াচকে ইসলামিক ধর্মীয় মানুষের উন্মাদনা ভয়ংকর আকার ধারণ করলো। সারা দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল এই ঘটনায়। শুধু আশ্চর্যরকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবিরা হিমশীতল হয়ে রইলেন। বাংলা বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা প্রথম সারির খবরের কাগজগুলো পুরো ঘটনাকে এড়িয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি। এ তো আত্মঘাতী নীতি। সর্বনাশ যে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তা কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না? আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। আর থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বিন্দুতে পরিণত হবে। এখানে শরিয়তি আইন প্রবর্তিত হবে (এখনই মালদা, মুর্শিদাবাদ-এর কোথাও কোথাও তা চালু হয়েছে)। তখন কোথায় থাকবে বামপন্থী নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতার কচকচানি, কোথায় থাকবে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেসের গান্ধী-সুভাষের ভজনা। মুক্তমনা বুদ্ধিজীবিরা তখন কোথায় পালাবেন? বেশি ট্যা-ফু করলে বাংলাদেশের অভিজিতের মতো অবস্থা হবে। যে ডালে বসে আছেন সেই ডালটাই কাটছেন। কালিদাসের মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছেন। নাকি ডাল কাটাটাই আপনাদের পরিকল্পনা। 'আমি পরান্নভোজী, ফাঁকতালে ঠিক হড়কে যাব, মর তোরা।'

কিছুদিন আগে কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র শিয়ালদহতেও ইসলামিক মানুষদের তান্ডব দেখা গিয়েছিল। সে দিনও প্রশাসন নীরব ছিল, বুদ্ধিজীবিরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিল। ভোট রাজনীতির কি মহিমা। কারণ এখানকার বুদ্ধিজীবিরা তো কোন রাজনীতি দলের ছত্রছায়ায় থেকে বুদ্ধিজীবি, বুদ্ধির জোরে নয়। তাই বাহ্যিক সম্মান আদায় করতে ধর্মনিরপেক্ষতার ঠোঙা মাথায় চড়িয়ে মুসলিম তোষণে এরা নেমে পড়েছে। এতেই নাকি নিজেকে প্রগতিশীল প্রমাণ করা যায়। খাদ্যের অধিকারের দাবীতে সুবোধ সরকার, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য গো-মাংস খেয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু এই সব মানুষদের কি সাহস হবে কোনও মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে খাদ্যের অধিকারের দাবীতে শুয়োরের মাংস খেতে বা বিতরণ করতে? তাহলে হিন্দু ধর্মের অনুভূতিকে এতবড় আঘাত করার অধিকার-কে তাদের দিল? এইসব ভন্ড কবি আইনজীবিরা যদি বুদ্ধিজীবি হন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে সত্যিই দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। জেহাদিরা তো এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাচ্ছে বারে বারে। তাদের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অপরাধ ঢেকে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তো এক শ্রেণীর মানুষ আছে। এরাই তো পশ্চিমবঙ্গের বুকে ইসলামের পতাকা ওড়াতে প্রধান সহায়ক। হায়রে বাঙালী বুদ্ধিজীবি (নির্বুদ্ধি) সমাজ, ঘরে আগুন লাগালে তবে আপনারা কুঁয়ো খোঁড়ার কথা ভাববেন? নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির নামে ঘরে আগুন লাগাবার সলতেটা আপনারাই পাকাচ্ছেন? আপনাদের আচরণ তো এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগামী ইতিহাস যদি আপনাদের দেশদ্রোহী বলে কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গো-মাংস ও মদ খাওয়ার প্রতিবাদে খুন হিন্দু যুবক

আশ্রম এলাকায় গোমাংস ও মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুরুদাস বিশ্বাস নামে এক হিন্দু যুবককে খুন হতে হল মুসলিম যুবকদের হাতে। অভিযুক্তরা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করে গুরুদাসকে। পরিবারের দাবী, ঘটনাস্থলের অদূরে পুলিশ থাকলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি শান্তিপুর থানায় মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ।

ঘটনাস্থল নদীয়ার শান্তিপুরের বাবলা গ্রামের সুকান্তপল্লির অদ্বৈত পাঠ আশ্রয় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, গত ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ সেখানে পিকনিক করতে আসে পাশের বেড়পাড়া গ্রামের বেশ কিছু মুসলিম যুবক। তারা গরুর মাংস দিয়ে মদ্যপান করছিল এবং অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা বলছিল। আশ্রম এলাকার পবিত্রতা নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টায় তারা ছিল বলে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানায়। ঐ এলাকায় বাসিন্দা গুরুদাস বিশ্বাস মুসলিম যুবকদের এহেন আচরণের প্রতিবাদ করে। প্রথমে তার সাথে বচসা বাঁধে মুসলিম যুবকদের। আচমকা মুসলিম যুবকেরা প্রতিবাদীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবী, ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও আক্রমণকারীদের নিরস্ত করার কোন চেষ্টাই তারা করেনি। এলোপাথারি মারে গুরুদাস জখম হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় পথেই মারা যান তিনি। গুরুদাস খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজা সেখ ও রাজু সেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় প্রধান পান্ডা আবু সেখ ও চন্দন সেখকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

প্রধান অভিযুক্তরা পুলিশের সামনেই দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবুও গ্রেফতার করা হচ্ছেনা তাদের। তোষণ রাজনীতির এটাও একটা চাল বলেই মনে করছে এলাকার একাংশ। পুলিশের আচরণে এলাকাবাসীর মনে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ-র

১৫৩-তম জন্মবার্ষিকীতে

হিন্দু সংহতি-র সশ্রদ্ধ প্রণাম।

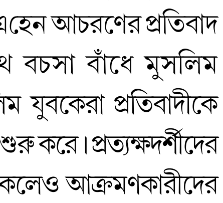

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

সাড়ম্বরে ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালিত হল চড়াবিদ্যা, হাড়োয়া

চড়াবিদ্যায় ক্ষত্রিয় জাগরণ অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ও দিলীপভাই মেহেতা।

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ-গত ১৪ই ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির দক্ষিণ ২৪ পরগণার চড়াবিদ্যা অঞ্চলের কর্মীরা সাড়ম্বরে পালন করলো ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস। সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য, সমীর গুহরায়, সুজিত মাইতি, সন্দীপ বোস, টোটন ওঝা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুদের কাজ দেখার জন্য কয়েকদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন দিলীপ ভাই মেহেতা। তিনিও ১৪ তারিখ ক্ষত্রিয় জাগরণ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

এক মাস আগে থেকেই চড়াবিদ্যা কুমড়োখালির হিন্দু সংহতির কর্মীরা অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। প্রতাপ দলুই, মিলন ওঝা, অরুন মন্ডল-এর নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবসের গুরুত্ব বোঝায়। নির্দিষ্ট দিনে সংহতির সভাপতি সভাস্থলে পৌঁছানো মাত্র হাজার হাজার মানুষ তাঁকে বরণ করে নিতে এগিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মহিলারা মালা পরিয়ে, পুষ্প বৃষ্টি করতে করতে শ্রী তপন ঘোষ ও দিলীপ ভাই মেহেতাকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। প্রায় তিন হাজার মানুষ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের তপন ঘোষ জিন্দাবাদ, হিন্দু সংহতি কী জয়, জয় মা কালী ধ্বনিতে তখন চারদিক গম্‌গম্‌ করছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠান আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহারাণা প্রতাপের দেশের ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শকে শ্রীঘোষ তুলে ধরেন। আজকে পশ্চিমবাংলাতেও হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু বাঙালিকে বাঁচাতে এই ক্ষত্রিয়বীর্যের জাগরণ আবার দরকার। সমাজে অপাংক্তেয় বলে যারা অবহেলিত, গ্রামের এই নিম্নশ্রেণির মানুষরা আসলে ক্ষত্রিয়, বীরের জাত। আর কবার দেশ, মাটি, ধর্ম রক্ষায় বীরের মতো এগিয়ে আসতে শ্রী ঘোষ তাদের আহ্বান জানান। দিলীপ ভাই তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দুরা শুধু আত্মা-পরমাত্মা, যোগ্য নিয়ে আছে, কিন্তু এগুলো তো মৃত্যুর পর আসবে। এ জীবনে কর্ম কে করবে। তাই হিন্দু যুবসমাজকে তিনি দেশেরক্ষার কাছে এগিয়ে আসতে বলেন।

এরপর তপন ঘোষ যুবসমাজকে ক্ষত্রিয় মন্ত্র পাঠ করান। প্রায় হাজার খানেক যুবক দেশ রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় সাতটি গ্রাম থেকে আসা হাজার তিনেক মানুষকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৩ই ডিসেম্বর হাড়োয়ার আটপুকুর গ্রামেও ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালিত হয়। হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী মৃত্যুঞ্জয় সাহুর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। আড়াইশো থেকে তিনশ যুবক যজ্ঞে আহুতি দেয়। সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ তাদেরকে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দেশ ধর্ম রক্ষায় যে কোন বিপদে এগিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত। এখানেও সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের সঙ্গে দিলীপ ভাই মেহেতা ও সুজিত মাইতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াগড়ের পুনরাবৃত্তি ঃ মালদার সুজাপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত দুই

গত বছর পূজার সময় প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল বর্ধমানের খাগড়াগড়। এবার বর্ষশেষের মুহূর্তে মালদার সুজাপুর একইরকম বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে দুই ব্যক্তি মারা যায়, মারাত্মক আহত হয় আরও দুইজন। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচ থানার সুজাপুরের আমডাঙা এলাকায়। আতঙ্কের পরিবেশও সৃষ্টি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম হান্না সেখ ও ফাইজুল সেখ। আহতদের নাম নাসিরুল ইসলাম, নবিউল সেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানার নাসিমপুর। জানা যায়, সুজাপুরের অঞ্চল সভাপতি মোফিজুল সেখের ঘনিষ্ট লিটন সেখের একটি গোডাউন রয়েছে ডাঙাপাড়া এলাকায়। তার ঠিক পাশে রয়েছে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম। দীর্ঘদিন থেকে এই গোডাউনে বেশ কিছু লোক যাতায়াত করতো।

গত ২৮ শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটা নাগাদ গোডাউনে বেশকিছু লোক কাজ করছিল। এই সময় প্রচন্ড বিস্ফোরণে চারপাশ কেঁপে ওঠে। আশপাশের লোক ছুটে এসে দেখে গোডাউনে কয়েকজন লোক জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। হান্না সেখ ও ফাইজুল সেখের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নাসিরুল ও নবিউল কে পুলিশ উদ্ধার করে প্রথমে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে। দুজনেরই আঘাত গুরুতর। এর মধ্যে নাসিরুলের দুই হাতের আঙুল বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে বলে চিকিৎসক জানায়।

পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বারবার গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত করছে। আগামী দিনে একটা বৃহত্তর নাশকতা ঘটানোর ছক তাদের আছে। খগড়াগড় কান্ড ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জঙ্গিদের প্ল্যান কিছুটা ধাক্কা খেলেও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তারা যে এখনও সক্রিয় সুজাপুরের ঘটনা তা আবার প্রমাণ করলো বলে বিশিষ্টজনেরা মনে করছেন। ঘটনার পর থেকেই গোডাউনের মালিক লিটন সেখ বেপাত্তা। তাকে গ্রেফতার করতে পারলে অনেক গোপন তথ্য জানতে পারা যাবে বলে পুলিশ মনে করে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস

হিন্দুর স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায় আর একটি পুনর্মিলনের দিন

সময়ের চক্রপথে ঘুরে আবারএসে পড়ল ১৪-ই ফেব্রুয়ারী। হিন্দু সংহতি-র প্রতিষ্ঠা দিবস। এইবার নয় বছর বর্ষপূর্তি। সারা বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রায় ১২০০ গ্রাম এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ হিন্দু সংহতি আজ শুধু একটি নাম নয়, হিন্দুর স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায় এক সংগ্রামী সংগঠন। প্রতিষ্ঠা লগ্নেই প্রতিষ্ঠা সভাপতি ও হিন্দু সংহতির কর্ণধার শ্রী তপন ঘোষ ঘোষণা করেন, গ্রামে গ্রামে সাধারণ হিন্দুর উপর ইসলামিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে হিন্দু সংহতি গড়ে তোলা হল। সেই কাজে হিন্দু সংহতি গ্রাম বাংলার সাধারণ হিন্দুকে কতখানি নির্ভরযোগ্যতা দিতে পেরেছে তার উত্তর আজ সহস্রাধিক গ্রাম দেবে। এতদিন হিন্দুরা মনে করত, তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচারের কোন সুবিচার নেই, কোন প্রতিকার নেই। অসহায় হিন্দুর কান্না শোনার কেউ নেই। তারা আজ একটা জায়গা পেয়েছে—তাদের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার, তাদের উপরে অত্যাচারের প্রতিকার চাওয়ার। সেই জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছে হিন্দু সংহতি। নিপীড়িত, অত্যাচারিত হিন্দুর ব্যথা, বেদনা, আর্তনাদের সকরুণ ধ্বনি পৌঁছে দিতে পেরেছে সারা বিশ্বের হিন্দুর কাছে। হিন্দু সংহতি পেরেছে হিন্দুর বুকে প্রতিরোধের সংকল্পটা তৈরি করতে। হিন্দু সংহতি গ্রামবাংলার মানুষকে বোঝাতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে যে, এখনও যদি প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে না তুলি, তাহলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর মত আমাদেরও ভিটেমাটি ছাড়তে হবে। রিফিউজি হতে হবে। বাঙালি কতবার রিফিউজি হবে? '৪৭, '৭১-এর পর ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে না হয় এপার বাংলায় আশ্রয় নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার যদি তাই হয় তো কোথাও যাব? বিহার, ঝাড়খণ্ড বা উড়িষ্যায়? সেখানে কতখানি গ্রহণযোগ্যতা জুটতো আমাদের কপালে। ঝুপড়িবাসী হয়ে অপমানের জীবন কাটাতে হবে। আর কত অত্যাচার-অপমান সইবে বাঙালি?

গত এক বছরে বিশ্ব বারবার জেহাদী সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। ফ্রান্স হয়েছে রক্তাক্ত। আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও সন্ত্রাসের ভয়ে কম্পমান। ভারতের মাটিতেও দু-দুবার সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়ে গেল। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর আর পাঠানকোট। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জেহাদী সংগঠনগুলি ভারতের বিরুদ্ধে নতুন কৌশলে হামলার পরিকল্পনা শুরু করেছে। টি.ভি. আর পত্রিপত্রিকার দৌলতে এসব তো আমরা জেনেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে নিঃশব্দ সন্ত্রাস প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে সকলের উদাসীনতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এমন কি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলিও মুখে কুলুপ এঁটে আছে। একমাত্র সক্রিয়ভাবে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে আছে হিন্দু সংহতি। দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম-বাংলার বুকে যে অত্যচার চলছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকলকে আহ্বান জানায় হিন্দু সংহতি। এই সমস্যা তো আর পাঁচ বছরের নয়। বিগত ৩০-৩৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুকে অত্যাচার অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। বাঙালি আর কতবার তার ধর্মস্থানকে আক্রান্ত হতে দেখবে? তার মা-বোনের সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট হতে দেখবে? বাঙালিকে আর কত ধানতলা, বানতলা, নওদা, দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, উস্তি, পাঁচলা, পঞ্চগ্রাম, জুরানপুর, সমুদ্রগড় এবং সম্প্রতি ঘটা কালিয়াচক দেখতে হবে? এই অন্তহীন তালিকা দেখেও কি বাঙালির হিন্দুর চেতনা ফিরবে না। তারা কি আজও জেগে ঘুমাবে? চেতনাহীন বাঙালির দুর্দশার দিন যে তাহলে আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গের আকাশে যে আজ ঘোর অশনিঝঞ্ঝা। তাই চেতনার জাগরণ আবশ্যক, বন্ধু।

বাঙালির চেতনার জাগরণ যে ঘটছে তা আজ গ্রামবাংলার পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু চেতনা ফেরার পর? পরের ধাপটা যে প্রতিরোধ। সেই প্রতিরোধের জন্য যে সাহস চাই, শক্তি চাই, ভরসা চাই। সাহস আনতে হবে নিজের ভিতর থেকে, শক্তি সংগ্রহ করতে হবে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর ভরসা দেবে হিন্দু সংহতি। শিক্ষা দেবে ইতিহাস আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে, চারদিকের পরিস্থিতি দেখে আর হিন্দু সংহতি থেকে ভরসা নিয়ে বাংলার হিন্দুকে লড়তে হবে নিজের পায়ের নীচের মাটি বাঁচানোর জন্য। সে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। আজ বাংলার যুবকদের সাহস-শক্তি-সক্রিয়তার পরীক্ষা দেওয়া দিন। তার আহ্বান জানাচ্ছে হিন্দু সংহতি। সেই আহ্বানে সাড়া দিতে প্রতি বছরের মত এবারও ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাংলার প্রতি প্রান্ত থেকে হাজার হাজার যুবক জমায়েত হবে কলকাতায়। দেশ- বিদেশ থেকে আসবেন বিভিন্ন অতিথি। সেই বিশাল সমাবেশের থেকে প্রতিরোধের আহ্বান ছড়িয়ে পড়বে বাংলার গ্রামে গ্রামে। হিন্দু বাঙালির স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায় ও মাটি রক্ষার সংগ্রামে সকল হিন্দুকে দলে দলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সভায় আসার আহ্বান জানাই।

বারুইপুরের মল্লিকপুর অঞ্চলে অস্ত্র কারখানা ঃ ধৃত ৫

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পুলিশের অপরাধ দমন শাখা অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো। বৃহস্পতিবার (৭ ই জানুয়ারী) রাত দশটা নাগাদ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে দুটো নাইন এমএম পিস্তল, সাতটি সেভেন এমএম বন্দুক, ম্যাগাজিন, এক লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা ও সাতটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

আগে থেকেই খবর পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিশ মল্লিকপুর স্টেশনে হাজির হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম মহম্মদ জামিরুল হাসান, মেহেতাব আলম, হিরা খান এবং আফতার আলম। পলাশ মন্ডল নামে এক ব্যক্তি এই অস্ত্রকান্ডে যুক্ত বলে জানা গেছে। পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করেছে। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পারে জামিরুল ও হিরা বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিহার থেকে বেআইনি অস্ত্র আমদানি করছে পশ্চিমবঙ্গে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে শুধু অস্ত্র আমদানি নয়, বারুইপুর সংলগ্ন অঞ্চলে অস্ত্র তৈরির ব্যবসা ফেঁদেছিল দুষ্কৃতিরা। সেই অস্ত্র কারখানার সন্ধানও পুলিশ ধৃতদের জেরা করে পেয়েছে। পুলিশের অনুমান যে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতিরা আরও কয়েকটি অস্ত্র কারখানা করেছে।

প্রসঙ্গত, কয়েকমাস আগে এই জেলার জয়নগরের গোচরণ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকেও একটি অস্ত্র কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। উদ্ধার করা হয় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির যন্ত্রপাতি। তখন থেকেই পুলিশের নজরে ছিল অস্ত্র চোরাচালানকারী চক্রটির দিকে। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করল পুলিশ

বারুইপুরের এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মল্লিকপুরের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসা করে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধানও পায় পুলিশ। শুক্রবার সেখানে হানা দিয়ে প্রচুর অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির যন্ত্রপাতিও উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশের সন্দেহ আরও তদন্তে আরও কিছু অস্ত্র কারখানার হদিশ পাওয়া যাবে।

গুলি ছুঁড়ে পালাল গরুচোর

শক্ত প্রতিরোধে গরুচুরি রুখল গ্রামবাসী

রাতের অন্ধকারে গ্রামে ঢুকেছিল একদল গরু চোর। গরু চুরি করে পালাবার সময় গ্রামবাসীরা তাদের তাড়া করে। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে গুলি চালাতে চালাতে পালায় তারা। গরুচোরেরা সকলেই সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের বাসিন্দা। রাতেই পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু খবর পেয়েও গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে পুলিশ এগিয়ে আসেনি। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা। বুধবার (৬-ই জানুয়ারী) সকালে প্রায় তিনঘন্টা মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে গ্রামের মানুষ। মঙ্গলবার, ৫-ই জানুয়ারী ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর থানার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আইহোর যাদবনগর গ্রামে।

সূত্রে জানা গেছে, মালদার আইহোর গ্রামে মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ একদল বাংলাদেশী গরু চোর ঢোকে। গ্রামের দশটি গরু চুরি করে নদী পার হয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছিল তারা। সেই সময়ে নবীন ঘোষ নামে গ্রামের এক বাসিন্দা গরু চোরদের গরু নিয়ে যেতে দেখতে পায়। তার চিৎকারে গ্রামের লোক নদীর পাড়ে জড়ো হয়। গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে গরু চোরেদের তাড়া করে। তখন উপায় না দেখে গরুচোরেরা প্রায় দশ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। কিন্তু এতে ভয় না পেয়ে গ্রামবাসীরা পিছু না হটে প্রতিরোধ করলে চোরেরা গরুগুলি ফেলে পালায়। গ্রামবাসীরা গরুগুলিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এসে রাতেই পুলিশে অভিযোগ করলেও পুলিশ গ্রামে আসেনি বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। এর প্রতিবাদে বুধবার সকাল ১০টা থেকে প্রায় তিন ঘন্টা মালদা-নালাগোলা সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসী। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারা গ্রামবাসীদের রাতে গ্রামে টহলদারির প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রামের মানুষ অবশেষে অবরোধ তুলে নেয়।

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় তপন ঘোষ-এর লেখা প্রকাশ করা গেল না। এর জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক

কাশ্মীরে হিন্দু যুবকদের ডাক

আমার ভারত—আমার কাশ্মীর

2nd International Kashmiri Hindu Youth Conference
PANUN BHARAT REACHES PANUN KASHMIR

২৭ ডিসেম্বর দিল্লীতে শ্রী সত্য সাই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় ‘‘কাশ্মীরি হিন্দু যুব সম্মেলন’’। পানুন কাশ্মীরের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুদর্শন টিভি চ্যানেলের CEO শ্রী সুরেশ চৌহানকে, শ্রীরাম সেনার প্রধান প্রমোদ মুতালিক, রমেশ সিন্ধে, পরেশ রাজপুত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও শ্রী অগ্নিশেখর, অজয় চ্রুঙ্গু, সুশীল পন্ডিত প্রমুখ কাশ্মীরী নেতারাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন কাশ্মীর থেকে পন্ডিতদের বিতারণের অর্থ হল কাশ্মীর থেকে ভারতকে বিতারণ। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ অত্যাচার, ধর্ষণ ও গণহত্যার পর ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারী মাত্র ২৪ ঘন্টার নোটিসে সমস্ত হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে বিতারিত করা হয়। এখনও পর্যন্ত কয়েক লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু জম্মু ও দিল্লীর শরণার্থী শিবিরে বাস করছেন।

এই সম্মেলনে কাশ্মীরি হিন্দু যুবকরা সসম্মানে, সাংবিধানিক নিরাপত্তার সাথে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রত্যাবর্তনের শপথ গ্রহণ করেন। তারা সংবিধানের ৩৭০ ধারার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির দাবী জানান। এছাড়াও এই সম্মেলনে কাশ্মীরি হিন্দুদের জন্য উপত্যকায় একটি হোমল্যান্ড-এর দাবী জানানো হয়, যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাদে বাকী সকল ভারতীয়দের স্বাগত করা হবে।

সুদর্শন টিভির CEO শ্রী সুরেশ চৌহানকে কাশ্মীরি হিন্দুদের গণহত্যা এবং বিতারণ এবং তাদের হোমল্যান্ডের দাবীর সচেতনতা এবং নির্মাণের জন্য একটি দেশব্যাপী ‘যাত্রা’-র প্রস্তাব রাখেন। সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ উক্ত যাত্রাটি আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কেরলের কালাড়ি থেকে শুরু করে শ্রীনগরে শেষ করার প্রস্তাব দেন। তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলের ইহুদীদের অনুকরণে কাশ্মীরি হিন্দুদেরও একটি নির্দিষ্ট দিন স্থির করা উচিত, প্রতি বছর সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, কাশ্মীর উপত্যকায় ফিরে যাওয়ার শপথ নেবেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যদি কাশ্মীরকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেখানে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেই হাজার হাজার কাশ্মীর তৈরী হয়ে যাবে। পরিণামস্বরূপ ভারতবর্ষ খন্ড বিখন্ড হয়ে যাবে। তাই ভারতের অখন্ডতা নির্ভর করছে কাশ্মীরের ভারতের অন্তর্ভূক্তির উপরে।

পিকনিকে না যাওয়ায় শিক্ষকের মারে গুরুতর অসুস্থ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ- গৃহ শিক্ষক আমিরুল মোল্লা তার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি পিকনিকের আয়োজন করে ছিলেন। কিন্তু সেই পিকনিকে না যাওয়ায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে তার সহপাঠীদের সামনেই কঞ্চি দিয়ে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠল ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার দক্ষিণ বাগমারী গ্রামে। মারধোরের ঘটনায় ছাত্রীটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানসিকভাবেও মেয়েটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলার পাতিখালির একটি কোচিং-এর শিক্ষক আমিরুল মোল্লার গত ২২ শে ডিসেম্বর পড়ুয়াদের নিয়ে বসিরহাটের টাকিতে পিকনিক করতে যাওয়ার কথা ছিল। সেই পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিল হাওরামারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ভাগ্য মন্ডলেরও। পিকনিকের জন্য বাড়ি থেকে বেড়োলেও বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবার জন্য সে আবার বাড়ি ফিরে যায়। বাড়িতে তার বাবা-মা উভয়েই অসুস্থ। এই জন্যই ভাগ্য মত পরিবর্তন করে। এরপর বেশ কয়েকদিন কোচিং সেন্টার বন্ধ ছিল।

গত ৩১ শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার কোচিং খুললে ভাগ্য মন্ডল পড়তে যায়। কেন সে পিকনিকে যায়নি সেই কৈফিয়ৎ চেয়ে শিক্ষক আমিরুল তাকে কোঞ্চি দিয়ে মারতে শুরু করে। ছাত্রীটির কোন কথাই সে শুনতে চায়নি। সেখানে তখন ভাগ্যর কোচিং-এর বন্ধুরা উপস্থিত ছিল। তারাই স্যারের মারের থেকে বন্ধুকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহত ভাগ্য মন্ডলকে তার বন্ধুরাই বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। রাতে তাকে স্থানীয় খুঁচিতলা ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসার পর শুক্রবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রচন্ড মারে ছাত্রীটির শরীরে বহু জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ছাত্রীটির পরিবার শিক্ষক আমিরুলের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অন্যদিকে আমিরুলও মারধোর করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল জীবনতলা থানার পুলিশ আমিরুল মোল্লাকে গ্রেফতার করেও ওই দিনই ছেড়ে দিয়েছে।

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ- গত ২রা জানুয়ারী, শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার অন্তর্গত বনকাটি গ্রামে ধর্ষণের শিকার হল এক কিশোরী। নাম অনুশ্রী মুখার্জী(১৩)। দুপুরবেলা সে তার বাড়ির সামনে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। সেই সময় পুকুরঘাটে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে আফসার আলি (৪০) নামক এক ব্যক্তি অনুশ্রীকে ধর্ষণ করে। দুটো বাচ্চা ছেলে তা দেখে ফেলে ও চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। বেগতিক দেখে আফসার চম্পট দেয়। অনুশ্রীর মুখে সমস্ত শুনে গ্রামবাসীরা আফসারকে ধরতে গেলে মুসলমানরা তাদেরকে সমবেতভাবে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পুলিশের সামনেই উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দুইপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। অনুশ্রীর বাড়ির পক্ষ থেকে গোয়ালতোর থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণ প্রমাণিত হলে গোয়ালতোর থানা আফসার আলিকে গ্রেফতার করে।

শূকর কাটাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তুফানগঞ্জে

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বালারামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্যাড়াগান্দার পাড় এলাকায় শূকর কাটাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। এই ঘটনায় সুমনা বর্মন নামে এক ভ্যানচালককে মারধোর করা হয়। পরে এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার গ্যাড়াগান্দা পাড় এলাকায় শূকরের মাংস বিক্রি করা হবে বলে প্রচার করা হয়। কারণ ঐ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই গরীব। সস্তার শূকরের মাংস তাদের কাছে অতিপ্রিয়। কিন্তু মোতালেব হক নামে এক ব্যক্তি শূকরের মাংস বিক্রি বন্ধের দাবি তোলে। সেখানে কয়েকজন প্রতিবাদ করলে সুমনা বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে মারধোর করে মোতালেব হক। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা হয়।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, অনেকদিন ধরে এই এলাকায় শূকরের মাংস বিক্রি বন্ধ রয়েছে। তারা গরীব। প্রাণীজ প্রোটিন বলতে শূকরের মাংস-ই একমাত্র খাদ্য তাদের কাছে। তাই নতুন করে মঙ্গলবার কিছু লোক স্থানীয় এলাকায় শূকরের মাংস বিক্রি করতে যায়। সেই শূকরের মাংস বিক্রিতে বাঁধা দেয় মোতালেব হক ও কয়েকজন। উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটির মধ্যে সুমনা বর্মনকে মারধোর করে মোতালেবরা। এরপর সুমনা বেশ কয়েকজন লোকজন নিয়ে মোতালেবের বাড়িতে চড়াও হয়। ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যস্থতায় বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জনগণমন ইসলাম বিরোধী

স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মার খেলেন প্রধান শিক্ষক

মেটিয়াবুরুজের তালপুকুর আরা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক তিনি। স্কুলে জাতীয় সংগীত চালু করার চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন স্কুলের শিশু কন্যাদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে। আর তাতেই কট্টরপন্থী ইসলামী সমর্থকদের বিষ নজরে পড়েন। তালপুকুর আরা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতারকে মারধোর করে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। কট্টরপন্থীদের বক্তব্য, জাতীয় সংগীত ইসলাম বিরোধী। তাই মাদ্রাসায় তা গাওয়া যাবে না। আধুনিকমনস্ক তরুন শিক্ষক অপমানিত হওয়ার পর মাদ্রাসা বোর্ডও রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ঘটনার মূলে যেতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে গত বছর মার্চ মাসে। তালপুকুর আরা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়া চালু করলে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দিনটি ছিল ২৫ শে মার্চ, বুধবার। পরদিন ২৬ শে মার্চ স্কুলে গন্ডগোল হতে পারে বলে আগাম থানায় খবর দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ স্কুলে আসে এবং কাজি মাসুমকে নিয়ে বেড়ানোর সময় তার উপর চড়াও হয় কিছু কট্টরপন্থী ইসলামিক সমর্থক। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় প্রধান শিক্ষকের। পরের দিন স্থানীয় বাসিন্দারা অভিভাবক ও শিক্ষকদের সভায় কাজি মাসুম আখতারের বিরুদ্ধে গণসাক্ষর সংগ্রহ করে। ইসলাম বিরোধী কাজ করার জন্য প্রধান শিক্ষককে আর স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। এই ফতোয়া জারির পর দীর্ঘসময় কেটে গিয়েছে, কিন্তু কাজী মাসুম আখতার আর স্কুলে ঢুকতে পারেননি। সরকার বা মাদ্রাসা বোর্ডকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

মগরাহাটে হিন্দুদের ক্লাবঘর দখল করল মুসলমানেরা

মগরাহাটের মহেশপুর গ্রামে ১২ কাঠার খাসজমিতে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি ক্লাবঘর করেছিল। শুধু ক্লাবঘর নয়, পরবর্তীকালে এখানে একটি প্রাথমিক স্কুল করার পরিকল্পনাও তাদের ছিল। তার পরেও বেশকিছু জায়গা সর্বসাধারণের জন্য ছেড়ে রাখা হয়। কিন্তু গত ১৫ই ডিসেম্বর কিছু মুসলিম যুবক নবনির্মিত ক্লাবঘরটি ভাঙতে আসে। কিছু স্থানীয় যুবকদের বাধায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর এলাকায় টিএমসি-র সদস্য বলে পরিচিত সঞ্জয় নামে একটি ছেলে স্থানীয় যুবকদের হুমকি দেয়। এলাকাবাসী যুবকের দল ক্লাবঘরটি সরিয়ে না নিলে প্রায় একশো থেকে দেড়শো জন মুসলিম যুবক এসে ক্লাবঘরটি ভেঙে তার দরমার বেড়াগুলো নিয়ে চলে যায়। এরপর উভয়পক্ষ থেকে ঠিক হয় যে ঐ সরকারি জমিতে কোনোরকম নির্মাণকার্য করা হবে না। কিন্তু গত ২৪ শে ডিসেম্বর সঞ্জয়ের নেতৃত্বে মুসলমানরা ঐ জমিতে নির্মাণ কাজ শুরু করে। ক্লাবের সদস্যরা গ্রামের লোকজনদের বিষয়টি জানায়। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোকজন তাদের সাহায্য করে মুসলমানদের নির্মাণ কাজে বন্ধ করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে ক্লাবের গুটিকয়েক সদস্যদের পক্ষে জবরদখল নির্মাণ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। মগরাহাটের হিন্দু সংহতির সদস্য হারান মন্ডল ক্লাবের সদস্যদের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিহতের পথে চলতে বলেন। তিনি বলেন ঐ এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে গেলে আগামীদিনে তার খেসারত দিতে হবে। গত ৬ই জানুয়ারী মুসলমানরা ক্লাবের কয়েকজনকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। এমন অবস্থায় মহেশপুর গ্রামের হিন্দু যুবকেরা অত্যন্ত অসহয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ক্রিকেট খেলা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ালো ঢোলার শিমূলবেড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ-গত ৫ই জানুয়ারী সামান্য গ্রামের মাঠে ক্রিকেট খেলা নিয়ে চরম উত্তেজনা ছড়ালো ঢোলা থানার শিমূলবেড়িয়া গ্রামে। শিমূলবেড়িয়া গ্রামের একটি ক্লাব প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেছিল। সেখানেই দুটি ক্লাবের মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল হয়। ঐ খেলার শেষের দিকে আম্পায়ারের একটি ভুল সিদ্ধান্তে একজন আউট হয়ে যায়। ঐ ক্লাবের সদস্যরা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে থাকে। তাদের বক্তব্য আম্পায়ার ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ব্যাটসম্যানকে আউট দিয়েছে। তাই আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত বদল করতে হবে। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত না বদলানোয় ঐ ক্লাবের কিছু মুসলমান যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে একটি হিন্দু ছেলেকে মারধোর করতে থাকে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার তিনজন বন্ধুও মুসলিমদের হাতে প্রহৃত হয়। এরপর প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটা মিটে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঐ মুসলমান ছেলেরা আরও দলবল নিয়ে শিমূলবেড়িয়া গ্রামের ছেলেদের মারতে আসে। তখন হিন্দু সংহতির ছেলেদের নেতৃত্বে শিমূলবেড়িয়া গ্রামের ছেলেরা রুখে দাঁড়ায়। উভয়পক্ষের সংঘর্ষে একটি মুসলিম ছেলের মাথা ফেটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ছেলেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়।

পাঠান কোটে জঙ্গি হামলা

ভারত কি তার উচিৎ জবাব দিতে পারবে ?

গত ২রা জানুয়ারী পাঞ্জাব প্রদেশের পাঠানকোটে ভয়ংকর জঙ্গি হামলা ঘটল। জঙ্গিরা সৈন্যবাহিনীর পোশাকে ভারতের বায়ু সেনার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। জঙ্গিরা বোমা ছুঁড়ে, গুলি চালিয়ে তিনজন সেনাকে হত্যা করে। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাঘাতে চারজন জঙ্গি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কোন জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় না নিলেও জৈশ-ই-মহম্মদ এই আক্রমণের পিছনে বলে ওয়াকিবহল মহল মনে করছে।

শনিবার ভোররাতে পাঞ্জাবের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় ছয় জঙ্গি। গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে প্রায় পাঁচ ঘন্টা গুলির লড়াই চলে। মৃত্যু হয় চার জঙ্গির। সেনাবাহিনীর তিন জওয়ানও মারা যান। আরও দশ ঘন্টা গুলির লড়াই চলার পর পঞ্চম জঙ্গিকেও হত্যা করতে সক্ষম হয়। তারপর এলাকা জঙ্গিমুক্ত করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রতিরক্ষা বিভাগকে। ইতিমধ্যে এক মৃত জঙ্গির শরীরে বাঁধা বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে তা ফেটে যাওয়ায় চারজন জওয়ানের মৃত্যু হয়। এঁদের মধ্যে একজন এনএসজি কমান্ডো লেঃ কর্নেল নিরঞ্জন কুমার। মোট সাতজন ভারতীয় সেনার মৃত্যু ঘটেছে জঙ্গি আক্রমণে।

মাস পাঁচেক আগেও জঙ্গি হানায় কেঁপে উঠেছিল পাঞ্জাব। রক্তাক্ত হয়েছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর। আবার একই রকমভাবে জঙ্গি হানার শিকার হল ভারতে উত্তর-পশ্চিম এই সীমান্ত প্রদেশটি। জঙ্গিরা গুরুদাসপুরের এসপি সলবিন্দর সিং-এর গাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে এই আক্রমণ চালায়। তারা এসপির মোবাইল থেকে পাকিস্তানে ফোনও করে। তারপর দীর্ঘসময় পাঠানকোটে কাটাবার পরে জঙ্গিরা আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া গেল না, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল নাগরিকতার জঙ্গি আক্রমণের পর ভারত সরকার কী ব্যবস্থা নেবে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কড়া ভাষায় এই হামলার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘মানবতার শত্রুরা, যারা ভারতের প্রগতি সহ্য করতে পারে না, তারা পাঠানকোটে হামলা করেছে।’ রাজনাথ সিং তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘জঙ্গি হামলার উপযুক্ত জবাব দেবে ভারত।’ বিভিন্ন মহল থেকেও এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। তাদের প্রত্যেকেই এই সংকটে সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এই জঙ্গি হানার উপযুক্ত জবাব দেবার কথা সংবাদ মাধ্যম বা ব্যক্তিগত ট্যুইট এ জানিয়েছেন। শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত একটু এগিয়েই বলেন, ‘পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি শুধু নিজেদের ভাষাই বোঝে। তাই ওদের জবাব দিতে হবে তাদের ভাষাতেই।

ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী কোনদিন আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ পাকিস্তানের মাটি জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য তা বারবার প্রমাণ হয়েছে। এইসব জঙ্গি সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের নেই। আর এই জঙ্গি সংগঠনগুলোই দুই দেশের বিরোধকে চিরস্থায়ী করে দেবে। এতে পাকিস্তানের কতটুকু ক্ষতি হবে তা বলা না গেলেও, ভারতের মাটি বারবার রক্তাক্ত হবে। জঙ্গি ও জঙ্গি সংগঠনগুলোকে খতম করা ছাড়া এই সমস্যার আর কোন সমাধান নেই। ভারতের উচিৎ এই বর্বোরোচিত আক্রমণের উচিৎ জবাব দেওয়ার। এখন দেখার ভারত সরকার এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়।

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের জিভ কেটে নিল দুষ্কৃতিরা

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক বিজয় দলুইকে (২৪) বেধড়ক মারধোর করে তার জিভ কেটে নিল মুসলমানেরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদা থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে।

বিজয় দলুই একজন মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক। মাঝে মাঝেই তার মধ্যে ক্ষ্যাপামির লক্ষণ দেখা যায়। গত ২০ ডিসেম্বর বিজয় মুসলমান পাড়ার ভিতর দিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে দৌড়াতে শুরু করে। সেই সময়ে রাস্তার পাশে কতগুলো মুসলিম মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ভয় পেয়ে পড়ে যায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মুসলমান পাড়ার যুবকেরা। মানসিক ভারসাম্যহীন জেনেও তারা বিজয়কে বেধড়ক মারধোর করে। আহত বিজয় কোন মতে তাদের হাত ছাড়িয়ে পাশের গ্রামে পালিয়ে যায়। কিন্তু এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। সেখান থেকে বিজয়কে ধরে এনে পোস্টে বেঁধে মারতে শুরু করে। এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার জিভ কেটে নেওয়া হয়। বিজয় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেও তাকে রেহাই দেয়নি মুসলিমরা। খবর পেয়ে বিজয়ের বাড়ির লোক ও পাড়া প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সেই সময়ে মুসলিমরা তাদের অস্ত্র নিয়ে তারা করে। অবশেষে পুলিশ এসে বিজয়কে উদ্ধার করে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করে। ক্ষিপ্ত হিন্দুরা এই সময় মুসলিমদের আক্রমণ করলে পাশের ফুটবল মাঠে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। দুপক্ষ থেকেই পুলিশে কেস দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যস্থতায় পুলিশ কেস তুলে নেয়।

জমি দখলকে ঘিরে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ- জোর করে সরকারি জমিতে দোকানঘর তৈরীর মতলবে ছিল কিছু মুসলিম যুবক। কিন্তু সে কাজে বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত মুসলিমরা এলাকায় গন্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলাকায় সাধারণ মানুষের চেষ্টায় তারা বড় কোন গন্ডগোল পাকাতে পারেনি।

ঘটনাটি ঘটে গত ৩-রা জানুয়ারী, রবিবার চম্পাহাটি এলাকার তেমাথা দিদিমুনি স্টপেজ এলাকায়। স্থানীয় এক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান ঘরের পাশে সরকারি জমিতে জোর করে দোকানঘর করতে শুরু করে স্থানীয় কিছু মুসলিম যুবক। উক্ত হিন্দু পরিবারের মহিলারা অবৈধ এই নির্মাণে বাধা দিতে গেলে তাদেরকে মারধোর করে। মুসলিমদের মারে এক মহিলা ও তার দুই মেয়ে গুরুতর আহত হয়।

খবর পেয়ে আশেপাশে এলাকার হিন্দুরা তেমাথা দিদিমুনি বাসস্টপে জড়ো হয়ে ঐ মুসলিম যুবকদের ধরে বেধড়ক মারধোর করে। এক মুসলিম যুবকের মাথা ফেটে যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে চাকবেড়িয়া ও মগরমপুর অঞ্চলের মুসলিমরা একজোট হয়ে তেমাথার হিন্দুদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু হিন্দুদের শক্ত প্রতিরোধে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

নৃশংস অত্যাচার করেও

জুভেনাইল জাস্টিসে মুক্ত দিল্লীর নাবালক ধর্ষক

তিনবছর আগে ডিসেম্বরের এক রাতে বাসের মধ্যে নির্মমভাবে পাঁচজনের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন জ্যোতি সিং (নির্ভয়া)। শুধু ধর্ষণ নয় তার উপর অত্যাচার চালায় ধর্ষকদের একজন। ঘচনাচক্রে সেই পশু মহম্মদ আফরোজ ছিল নাবালক। অপর চারজনের মৃত্যুদন্ড হলেও নৃশংসতম অররাধ করেও শুধু নাবালক বলে জুভেনাইল আদালতে তার সাজা হয় মাত্র তিন বছর। সম্প্রতি তিন বছর হোমে থাকার পর সেই নরপশু মুক্তি পেয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও মহিলা কমিশনের থেকে তার শাস্তির মেয়াদ বাড়ানোর জোরালো দাবী উঠলেও আইনের ফাঁক গলে আফরোজ মুক্তি পেয়ে যায়।

নির্ভয়া কান্ডে প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল দিল্লী। চার প্রাপ্ত বয়স্ক ধর্ষকের সঙ্গে নাবালকেরও ফাঁসি দাবী ওঠে সেদিন। প্রয়োজনে নতুন আইন করে নাবালককেও চরম শাস্তির দাবী তোলা হয়। কিন্তু আইন তার নিজস্ব পথে হেঁটে আফরোজকে হোমে পাঠায়। তারপর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নতুন আইন তৈরী করা গেল না। তাই আইন মোতাবেক আফরোজ মুক্তি পেয়ে গেল। সেইসঙ্গে দশহাজার টাকা ও একটি সেলাই মেশিন। উদ্দেশ্য ধর্ষকের মন থেকে অপরাধ প্রবণতা মুছে দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু যার মনে কিশোর বয়সেই এমন নৃশংসতা সে যে কতখানি সংশোধনের যোগ্য, তা নিয়ে সাধারণের মনে সন্দেহ আছে।

আফরোজের মুক্তি নিয়ে যে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয় তার কাছে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় রাজনীতি। অবশেষে পাশ হল জুভেনাইল জাস্টিস বিল। এখন থেকে জঘন্য ও নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে ১৬ বছরকেই সাবালক ধরা হবে। এমন একটি সময়োপযোগী বিল পাশ করার জন্য মাননীয় সংসদদের ধন্যবাদ। তবে তা বড্ড দেরী হয়ে গেল।

জঙ্গিদমনে যুদ্ধে সামিল হতে প্রস্তুত ভারত

কুখ্যাত জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ভারত। শুধু আইএস নয়, দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সমস্ত জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ভারত এই পদক্ষেপ নেবে। তবে শর্ত হচ্ছে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘে ছত্রতলেই যে কোন সামরিক অভিযানে সামিল হবে ভারতীয় সেনা। জঙ্গি দমন অভিযান সম্পর্কে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে গত ১৬ই ডিসেম্বর এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, সন্ত্রাস বিরোধী যে কোন অভিযানেই ভারতের পুরো সমর্থন রয়েছে। দুনিয়া জুড়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী আইএস উৎখাতের যুদ্ধে শামিল হতে ভারত তৈরি। তবে এ বিষয়ে আগে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পাশ করতে হবে। এ শর্ত পূরণ হলেই সমস্ত রকম জঙ্গি বিরোধী রাষ্ট্রসংঘের সামরিক অভিযানে যোগ দেবে ভারত। এদিন বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানী দিল্লীর অমর জোয়ান জ্যোতি সৌধে ১৯৭১-এ ভারত পাক যুদ্ধের শহিদের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এভাবেই নিজের ও দেশের অবস্থান ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিকর।

আই এস আইয়ের চর ভারতীয় বায়ুসেনা কর্মী

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে কেকে নামে এক ভারতীয় বিমানবাহিনী কর্মীকে গ্রেফতার করা হয। দিল্লী পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাকে পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করে। রঞ্জিত কেকের বিরুদ্ধে আইএসআই-এর চরবৃত্তির অভিযোগ ছাড়াও ভারতীয় বায়ুসেনার একাধিক গোপন নথি পাকিস্তানে পাচার করার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

দিল্লী পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) রবীন্দ্র যাদব বলেন, দিল্লী পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ও বায়ু সেনার যৌথ অভিযানে পাকিস্তানের এই চরকে ধরা গেছে। এই গ্রেফতারের ফলে যে ভারত বিরোধী যে নেটওয়ার্ক কাজ করছিল, তা সাময়িক ধাক্কা খেল বলা যেতে পারে।

জন্মসূত্রে কেরলের বাসিন্দা রঞ্জিত ২০১০ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগদান করে। বর্তমানে সে ভাতিন্দার বায়ুসেনা স্টেশনে কর্মরত। তবে পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে তাকে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর তাকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লী নিয়ে আসা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বায়ুসেনার অধীনস্থ ফাইটার জোটগুলির অবস্থান ও বিমানঘাঁটিগুলি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আইএসআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে রঞ্জিত। আইএসআই-এর সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি দিল্লী পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভারতে আইএসআই-এর সক্রিয় এক গুপ্তচর বাহিনী সন্ধান পায়। এখন পর্যন্ত দেশদ্রোহিতামূলক কাজের জন্য পাঁচজনকে গ্রেফতার করে ক্রাইমব্রাঞ্চ। তবে পূর্ববর্তী যারা গ্রেফতার হয় তাদের সঙ্গে রঞ্জিতের প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র খুঁজে পায়নি দিল্লী পুলিশ।

চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং প্রসাধনীর প্রচার-এর বিজ্ঞাপন দেখে ছুটে আসত অসংখ্য যুবতী। তাদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষান্তে চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজার হাজার টাকা নিত দুই ভাই। এইভাবে কয়েকশ বেকার যুবতীকে ঠকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে দুই ভাই আনামুল্লা মোল্লা এবং মহম্মদ রহমান মোল্লা। অবশেষে দুই কলেজ ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে উক্ত দুই ভাইকে বসিরহাটের আস্তানা রোডের অফিসের সামনে থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলদের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ-এর এই চক্রটি প্রায় নয় বছর ধরে বসিরহাটে সক্রিয়। এতদিন ধরে সেভাবে কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। এবার দুর্গাপুজোর আগে বসিরহাট বাগআটি গ্রামের বাসিন্দা বসিরহাট কলেজের এক ছাত্রী বিজ্ঞাপন দেখে আনামুল্লাদের আস্তানা রোডের অফিসে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হয়। ছাত্রীটি জানায়, ভর্তির পর আমাকে শুধু ছয়টি বই দেওয়া হয়েছিল। বলা হত, আমরা যেন বন্ধু জোগাড় করে ওখানে নিয়ে আসি। তারা ভর্তি হলে তবেই আমাদের মাথা পিছু দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এটাই নাকি চাকরী। টাকা ফেরত চাওয়ায় হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর ছাত্রীটি পুলিশে অভিযোগ জানালে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ আনামুল্লাদের আস্তানারোড, সাঁইপালা এবং ভ্যাবলায় থাকা তিনটি অফিস বন্ধ করে দেয়। দমদম, চাঁপাপুকুর, মালতিপুর সহ আরও কয়েকটি জায়গায় ওই চক্রটি এমন ফাঁদ পেতে প্রতারণা করেছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

দ্বিচারী বুদ্ধিজীবিগণ একটু ভাববেন কি ?

পবিত্র রায়

সহিষ্ণুতার কাঙাল হয়ে ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ এক প্রকার উন্মাদ সম আচরণ শুরু করেছে। সাহিত্য আকাদেমি পুরষ্কার ফেরত দিয়ে নয়নতারা সেহগল নামক সোনিয়া রাহুলের নিকটাত্মীয়া সাহিত্যিক প্রথম সহিষ্ণুতার কাঙালী হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। এরপরই সারা ভারতবর্ষ জুড়েই গেল গেল রব উঠল। বিভিন্ন সাহিত্যিক, সমাজসেবীগণ তাদের প্রাপ্ত সব সরকারি পুরস্কার ফেরত দিতে থাকলেন। অবশ্য ভারতবর্ষের বহুবিধয়ের বহু বিদগ্ধ মানুষদের মধ্যে এই পুরস্কার ফেরত দেওয়া রাজনীতিজীবি বুদ্ধিবাজদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প- সিন্ধুতে বিন্দুসম। অথচ এই সামান্য কয়েকজনের পুরস্কার ফেরত দেওয়াটা যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। কালবুর্গি ও দাবোলকরের মৃত্যু নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মুন্ডুপাত প্রক্রিয়ায় খবরের কাগজ ও টিভিতে যেন সিরিয়াল দেখানোর ঢংয়ে হিন্দু ও হিন্দুত্বের মুন্ডুপাতকরণ চলতে থাকল। সোজা কথায় বলতে হচ্ছে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এইমত সব ঘটনাগুলি ঘটিয়ে বি জে পি বিরোধীরা দেশের জনগণ তথা বিহারবাসীদের ভিন্নপথে পরিচালিত করেছে, হিন্দুত্বের বিরোধী বানিয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদিজির জনসভা বানচাল করার জন্য কংগ্রেসীদের জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে ব্যবহার করে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে সোনা খোঁজার বাহানা করেছিল। সেবার মোদিজির সভায় সামান্য কিছু প্রভাব পড়লেও এই কুচক্রীগণ তেমন কোন সফলতা পায়নি। উল্টে উত্তরপ্রদেশে বি জে পি দলটি অন্য সব দলকে একেবারেই কুপোকাত করে দিয়েছিল। সহিষ্ণুতার কাঙালি ও এদের সমর্থক মিডিয়ারও তখন কিন্তু সহিষ্ণুতার কথা মনে পড়ে নি।

সহিষ্ণুতার কথায় প্রথমেই বলতে হয় বলিউডি নায়ক-নায়িকাদের কথা। মুম্বাই হামলার সময় সিনেমার পর্দায় হম্বিতম্বি দেখান নায়ক-নায়িকাগণ কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছিল; জানা যায় না। হামলার পরেও এদের কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না। কাশ্মীরে ১৯৯০ সালে পন্ডিতদের উপর অত্যাচার করে তিনলক্ষের বেশী কাশ্মীরিকে উদ্বাস্তু বানালে, এক সাথে তিনশতাধিক পন্ডিতকে খুন করলেও এরা বোবা ও কালা হওয়ার সাথে অন্ধত্ব গ্রহণ করে। তসলিমা বিতাড়ন, হুমায়ন আহমেদকে হত্যা, দাউদ হায়দরকে বিতাড়ন, বাংলাদেশে সিরিয়ালী ব্লগার হত্যা, টিপু সুলতান মসজিদদের ইমাম বরকতি তসলিমাকে হত্যার জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করলেও এরা দেখতে ও শুনতে পায়না। আমজাদ আলি, শর্মিলা, শাবানা, আমির এরা এদের প্রতিক্রিয়া মারফত খুব ভালভাবে জানিয়ে দিয়েছে এরা বুদ্ধিজীবি কলাকুশলীদের চাইতে মুসলমান পরিচয়ে থাকতে বেশি সপ্রতিভ। শত শত হিন্দু মরলে এবং মুসলমানরা খুন করলে এরা খুব সম্ভবত আনন্দিতই হয়—না হলে কাশ্মীরি পন্ডিত হত্যা, করসেবক হত্যা প্রভৃতি নিয়ে নিশ্চয়ই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করত। উত্তর প্রদেশের এক ইখলাকের মৃত্যুতে এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠত না। এই অসহিষ্ণুতার শুরু শুধুই ইখলাখের মৃত্যু থেকে নয়। এর শুরু হয়েছিল মুম্বাই হাইকোর্টের গো-মাংস বিরোধী রায় প্রদানের সময় হতে। এই মেকি সহিষ্ণুগণ আদালতের রায়কে মনে করল কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। সোজাসুজি কাঠগড়ায় তোলা শুরু করল মোদিজিকে। দুঃখের ব্যাপার হলো, আমাদের মিডিয়াগুলিও ইখলাকের মৃত্যুকে এমনভাবে উপস্থাপনা শুরু করল যেন এক ইখলাকের মৃত্যু বিপদ ঘটিয়ে দিয়েছে। মুসলমানি অসহিষ্ণুতা, যেটা ভেতরে চাপা ছিল-আমজাদ, আমির, শর্মিলা, শাবানারা সামনে নিয়ে এলো। মুসলিম তোষণকারী মিডিয়াগুলিও উঠে পড়ে অপপ্রচারে নেমে পড়ল।

মাঝে মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়না। এইরূপ মুসলিম তোষণকারী এরা কেন হয় প্রশ্নটিও বহু উত্তর না জানা প্রশ্নের মধ্যে একটি। বিভিন্নভাবে শোনা যায় সারা পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করতে ও মুসলমানদের স্বার্থ কায়েম রাখতে সৌদি আরবের রিয়াল সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যম, কলমচি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ, রাজনীতিক, মানবাধিকার কর্মী প্রভৃতি দিগকে ক্রয় করার জন্য পাঠানো হয়। প্রত্যক্ষভাবে কখনো প্রমাণ না পেলেও সন্দেহের নিরসন কিন্তু হয় না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এইসব বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ নিজের বা নিজেদের অজান্তেই সৌদি বিয়ালের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে, আর তারপর মৌলবাদীদের অঙ্গুলি হেলনে চলতে বাধ্য হয়। সুধীন্দ্র কুলকার্ণির পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীরে হিন্দুস্তানীয় নীতির বিপরীতে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা তেমনই দিক নির্দেশ করে। অন্যায় আবদারের মুসলমানপক্ষীয় সমর্থক সংবাদপত্রের অনেকগুলিকেও ঠিক তেমনই মনে হয়। আর সত্যিই তেমনটি হলে, দুর্ভাগ্য আমাদের। দেশ এবং জাতীয়তাবোধ গড়ার প্রথম কারিগর হল সংবাদ মাধ্যম- এরাই যদি দেশ এবং জাতীয়তাবিরোধী হয়-তাহলে দুভার্গ্য ছাড়া কি বলা যায় ?

সহিষ্ণুতার কাঙালীগণ অসহিষ্ণুতার কথা বলেছেন-এটা সত্য। প্রশ্ন হলো কতটা অসহিষ্ণুতা ও কতটা দূরবর্তী পর্যন্ত অসহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। এই অসহিষ্ণুতা বিরোধী আন্দোলন কি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দি বলয়ের জন্য ? শুধুই যদি তেমনটা ভেবে থাকেন তাহলে আপনাদের সহিষ্ণুতা বা অসহিষ্ণুতার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ আছে মানতে হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান বলেছেন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মায়ানমারের মেইখটিলা এলাকায় রোহিঙ্গাদের নিয়ে এদেশে বহু কলমচি এবং বিদ্বজনের কলম ঝলসে উঠেছে—দরদ উথলে উঠেছে। কই! বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচার এর বিরুদ্ধে সরব হতে দেখছি না তো! পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু হিন্দু বৈধ পাশপোর্ট ও ভিসা সহযোগ এদেশে এসে আর ফেরত যেতে চাইছে না। বলছে, এখানে জেলে দিন কাটাব-তাও ফেরত যাব না। কারণ হলো পাকিস্তানে হিন্দুদের কোন নিরাপত্তা নেই, হিন্দুদের কোন বিয়ে ওরা মানে না- জবরদস্তি বৌ মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। সহিষ্ণুতার কাঙালিগণ এসব দেখতে পায় না। সৌদি আরবের কূটনীতিক ধর্ষণ করলে, সৌদি আরবের মক্কা শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় ঢোকার অপরাধে অমুসলিমকে খুন করলে এই সহিষ্ণুগণ দেখতে পায় না। সিরিয়ায় আই এস পশুসম আচরণ করলেও এরা সেটাকে সহিষ্ণুতাই মনে করে বলে প্রতিবাদ করে না। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করলে এই সহিষ্ণুগণই একান্তে বলেন—বেশ হয়েছে। সুতরাং বলতেই হচ্ছে আমাদের দেশের তথাকথিত সহিষ্ণুগণের বিচার শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমিত নয়। প্রশ্ন হলো শার্লি এবদো, প্যারিস হামলা প্রভৃতি ঘটনার পরও এই একচোখা রাজনীতির কারবারি বুদ্ধিজীবিরা একবারের জন্যেও রাস্তায় নামেনি কেন ? ইসলামী সন্ত্রাসের কার্য বলে ? সুতরাং ইসলামী উৎকোচ গ্রহণের সঙ্গত সন্দেহ আপনাদের উপর করা হবে না কেন ?

সহিষ্ণুতা বলতে আপনারা কী বুঝাতে চান ? সহিষ্ণুতার অর্থ কি সবকিছুই সহ্য করতে হবে ? বৈষ্ণবীয় সহ্য কী ? বৃক্ষ থেকে সহনশীল ও তৃণাদপি

শেষাংশ ৮ পাতায়

ঘোলা বাজারে গীতা জয়ন্তি মহোৎসব পালিত হল

গত ২১শে ডিসেম্বর ঘোলা বাজারের কাছে অবস্থিত 'রাধা মদন মোহন মন্দির সেবাশ্রম'-এর উদ্যোগে গীতা জয়ন্তি মহোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। 'শ্রীমদ্ভগবদ গীতা ক্যালচারাল ও ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' সভাটি আয়োজক ছিল। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে প্রধান বক্তা হিসাবে সভায় আহ্বান করা হয়। প্রায় দুই কিলোমিটার পথ আগে থেকে কর্তৃপক্ষ শ্রী ঘোষকে পুষ্পবৃষ্টি করে সভাস্থলে নিয়ে যায়। তিনি গীতার আলোচনায় বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরেন। তপন ঘোষ বলেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর তাঁর মা ক্ষুদিরামকে জিঞ্জাসা করেছিল, বাছা, তুই এই অল্প বয়সে ফাঁসির দাড়ি গলায় পড়তে গেলি কেন ? উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন, মা, আমি আবার মাসির ঘরে জন্ম নেব। গলায় ফাঁসির দাগ দেখে আমায় চিনে নিও। আজ বাংলার ঘরে ঘরে ছেলেদের গলায় দাগ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু মায়েদের কাছে আবেদন তাঁরা যেন ক্ষুদিরামের মা হয়ে ওঠেন। সমাজ-ধর্ম-দেশ রক্ষায় যেন তারা ছেলেদের আঁচলের তলায় না রাখেন। তিনি আরও বলেন, আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে গোপালের দরকার নেই, দরকার অর্জুনের কৃষ্ণ। যিনি ধর্মযুদ্ধে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, গান্ডীব হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছিলেন। অনুষ্ঠানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিশ্বময়ানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

ঐ একই দিনে হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি সমীর গুহরায়, কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি ও প্রমুখ কর্মী টোটন ওঝা হাওড়া জেলার পাঁচলার জয়নগর যোগমায়া বেদান্ত আশ্রমে গীতা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে সমীর গুহরায় গীতা পর্যালোচনায় বর্তমান পরিস্থিতিতে গীতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভারতে হামলা চালানোর ছক কষছে জেএমবি

আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাতে পারে বাংলাদেশি সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ সংক্ষেপে জেএমবি। বিএসএফ কে সম্প্রতি এই তথ্য দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পরেই কার্যত নড়েচড়ে বসেছে বিএসএফ।

এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারির ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবছে বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে নতুন বছরের শুরুতেই জওয়ানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির লং রেঞ্জ রিকগনাইসেন্স অ্যান্ড অবজারভেশন সিস্টেম, হ্যান্ড হোল্ড থার্মাল ইলেজার, ব্যাটলফিল্ড সার্ভে লেন্স রেডার, নাইট ভিশন গগলস্ এবং ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিএসএফ জওয়ানদের জন্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে এই সরঞ্জামগুলি। আগামী এক মাসের মধ্যেই সেগুলি হাতে পাবে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ জাওয়ানরা। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চালকবিহীন বিমান বা ড্রোন পাহারার চিন্তাভাবনাও করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে কর্তব্যরত সেনাকর্মীরা এই ধরণের প্রযুক্তি বহুদিন আগে থেকে ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন। তাই বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারির কাজে এবার এই ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকায় নতুন করে ছটি সীমান্ত চৌকি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে একটি ভাসমান চৌকি। মূলতঃ জলপথে চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, দীর্ঘ স্থলসীমা ছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ১৫৪ কিলোমিটার জলসীমা রয়েছে। এতদিন মূলত সাধারণ দূরবীন দিয়ে এই বিস্তৃণ্য অঞ্চলে নজরদারি চালানো হত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নজরদারি ব্যবস্থা আরও উন্নতি করতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন জেএমবি সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে ঢুকেছে। এ ব্যাপারে নয়াদিল্লী ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে জানিয়েছে. ভারত ও বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়াতে আইএসের সাহায্য নিচ্ছে জেএমবি। স্বভাবতই দিল্লী ও ঢাকা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA
INDIAN VOICE
Books of Nationalist Writers
now available at this book store
70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

দুই সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার ঘরছাড়া

বাংলাদেশের পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলার আলীপুর গ্রামের দুটি হিন্দু পরিবার এলাকার প্রভাবশালী ইউসুফ মুসুল্লীর হুমকিতে এখন ঘরছাড়া। পরিবার দুটির ১২ জন সদস্য এখন খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছে। গত ৮ই ডিসেম্বর ইউসুফ মুসুল্লী উক্ত দুই পরিবারের একটি পরিবারের কর্তাকে অপহরণ করে। পরিবারের সদস্যরা অপহরণের নালিশ করতে গেলে কলাপাড়া থানার ওসি কোন কেস নিতে অস্বীকার করেন। এরপর ইউসুফের অত্যাচার ঐ দুটো পরিবারের উপর আরও বেড়ে যায়। ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। আতঙ্কিত পরিবার দুটি শেষ পর্যন্ত ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ঐ দুই পরিবারের একজন জিতেন্দ্রনাথ বেপারী জানান, তারা ইউসুফের বিরুদ্ধে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা করেছে। এরপর থেকেই অভিযুক্ত ইউসুফ মুসুল্লী ও তার দলবল প্রাণে মারার হুমকি দিতে থাকে। কলাপাড়া থানার ওসি মোহাম্মদ আজিপুর বলেন, জিতেন্দ্র, জগদীশ ও তার পরিবারের সদস্যরা তার কাছে একটি মৌখিক অভিযোগ করেছিল। তিনি তাদেরকে লিখিত অভিযোগ করতে বললে তারা পরে আর আসেননি।

পরিবার দুটির সদস্যরা পটুয়াখালি জেলা প্রশাসক অমিতাভ সরকারের সাথে দেখা করে একটি মৌখিক অভিযোগ করেন। কলাপাড়া থানার পুলিশ যে তাদের কোন সাহায্য করছেনা তাও জানান। জেলাপ্রশাসক অমিতাভ সরকার জানান, অভিযোগ পেয়ে তিনি কলাপাড়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্তাকে দ্রুত বিষয়টির সঠিক তদন্ত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

পরিবার দুটি আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে কলাপাড়া উপজেলায় গিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে হিন্দুদের খতম করতে ঃ মুসলিম ধর্মগুরু

পাকিস্তানের জন্মই হয়েছে ভারত ও হিন্দুদের খতম করতে। এমনই এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানে এক মুসলমান ধর্মগুরু ইরফান-উল-হক। ২০১১ সালে একটি সভায় তিনি ওই মন্তব্য করলেও তার ভিডিওটি সম্প্রতি জনসমক্ষে এসেছে।

জি-নিউজ তাদের পোর্টালে একটি সংবাদে দাবি করেছে, অনলাইনে রবিবার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন লেখক তারেক ফতেহ্। ওই ভিডিওতে মুসলমান ধর্মগুরু ইরফান-উল-হক বলেন ভারত ও হিন্দুদের খতম করতেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। হিন্দুরা যে মূর্তিগুলো পূজো করে সেই গুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। পাকিস্তানিদের এটা ভেবে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে উচিৎ যে ভারত তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মানজনক দায়িত্ব আল্লা তাদের দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এক সময়ে আরব দুনিয়ায় মূর্তিপুজো হত, কিন্তু তা নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভারতে এখনও মূর্তি পুজো হয়। হিন্দুরা নানা দেব-দেবীর মূর্তিপুজো করে। মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব নিতে হবে মুসলমানদের। সেই সঙ্গে খতম করতে হবে হিন্দুদের।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর বুদ্ধিজীবি মহলে প্রবল আলোড়ন পড়ে গেছে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম নয় তা ইরফান-উল-হকের মন্তব্য আবার প্রমাণ করলো বলে মন্তব্য করেছেন এক স্থানীয় শিক্ষক। তবে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবিরা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি। ওয়াকিবহল মহলের ধারণা, ইরফান-উল-হকের মতো ভারত তথা হিন্দু বিদ্বেষী লোকজনে ভরা পাক সেনাবাহিনী ও আইএসআই-তে।

স্কুল সিলেবাসে হিন্দু লেখকদের বাতিলের দাবি

বাংলাদেশে সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবার পর, এবার আর এক ফতোয়া। সমস্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে বাতিল করে দিতে হবে হিন্দু লেখকদের রচনা। এমনই দাবি তোলা হল বাংলাদেশের শাসক দল আওয়ামি লিগের শাখা সংগঠন ওলামা লিগের পক্ষে।

গত ২৩ শে ডিসেম্বর, ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাব-এর সামনে ওলামা লিগের একটি জমায়েত প্রচলিত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবী জানান সংগঠনের সভাপতি মওলানা মহম্মদ আখতার হোসেন বোখারি। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে কট্টর ইসলামিক বিরোধী ও নাস্তিক লেখকদের লেখাকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তিনি আরও জানান হাসিনা সরকারের নতুন শিক্ষানীতিতে চারুকলার নামে নৃত্য-যাত্রা-সিনেমা-ব্রতচারী শিক্ষা চালু করা হয়েছে। যা প্রকারন্তরে ইসলাম বিরোধী। তার দাবী ইসলাম ধর্মের প্রতি যাদের কোনো আস্থা নেই সেইরকম বামপন্থী ও হিন্দু ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা চলবে না। এর আগে বাংলাদেশের হিন্দুদের অধিকার আদায়ে লড়াই করা সকল সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও হাসিনা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিত সেনগুপ্তকে আওয়ামি লিগের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিল ওলামা লিগ। ভারতবর্ষে যেহেতু অসহিষ্ণুতা অভিযোগের চেষ্টা চলছে তার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের হিন্দুদের পরিস্থিতি আরও দুর্বল হচ্ছে বলে মনে করছে অনেকেই।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও বিশ্বের উদ্বেগ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নতুন মাত্রা পেয়েছে। এ নিয়ে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই উদ্বেগ বেড়েছে তা নয়, আন্তর্জাতিক মহলও এ বিষয়ে উৎকণ্ঠার সাথে সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

এতোদিন ধরে সংখ্যালঘু নির্যাতন বলতেই হিন্দুদের জমি দখল, মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, বাড়িঘর-দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট, মেয়ে অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্মান্তরকেই বোঝানো হতো সাধারণভাবে। এছাড়া বৌদ্ধ ও আদিবাসীদের ওপরও একই প্রকার নির্যাতন চলে আসছে। খ্রিষ্টানরাও আক্রান্ত হয়েছে। গীর্জায় বোমা হামলা, বিশপ ও যাজকদের হত্যাচেষ্টা ও হুমকি এখনো অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে মুক্তমনা লেখক ও প্রকাশকরাও ইদানীং সংখ্যালঘুর কাতারে এসে গেছে। আর এখন সংখ্যাগুরু মুসলিমদের মধ্যেও আবার স্বল্প-সংখ্যক অনালোচিত শিয়া ও আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে হামলা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার সচেতন নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে বারংবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এরই মধ্যে চোখে পড়ে মার্কিন মুলুকের একজন কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী তুলসী গ্যাবার্ডের একটা চিঠি। লিখেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেনস্ ব্লুম বার্নিকাট-এর কাছে। তিনি শুরুতেই বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলায় গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে সম্প্রতি দিনাজপুরে যে মন্দিরগুলোতে সন্ত্রাসী হামলা হয় তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেখানে শ্রীমতী মার্সিয়া বার্নিকাটকে পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শ্রীমতী তুলসী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের দিনাজপুরে কান্তজী মন্দির ও কাহারোলের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) মন্দিরে সম্প্রতি দুটি পৃথক হামলায় বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছে। এটা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের পরিস্কার দৃষ্টান্ত।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘অনেকের অভিযোগ আছে যে, এর বাইরে আরও অনেক মন্দিরে হামলার ঘটনায়, সেই সাথে সেক্যুলার ব্লগার ও প্রকাশকদের ওপর অব্যাহত সহিংস আক্রমণ ও হত্যার ঘটনায় সরকার যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিচার করার দায়িত্ব পালন করছে না। এটা তো মানবাধিকারের ওপরেই হামলা। ফলে, বোধগম্য কারণেই বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও মুক্তমনাদের মনে ভয় ও আতঙ্ক বেড়ে গেছে।’ তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ যে ইসলামিক চরমপন্থীদের স্বর্গে পরিণত হয়নি এটা নিশ্চিত করতে সরকারকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।’

শ্রীমতী গ্যাবার্ড বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হামলার শিকার মন্দিরগুলো পরিদর্শন করতে বলেছেন আর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যেমন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, এটা বাংলাদেশের সকল মানুষের মানবাধিকার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

সর্বপরি, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই ধরনের সহিংস ঘটনাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে দোষীদের বিচার করার আহ্বান জানান তুলসী গ্যাবার্ড। তবে দুঃখের বিষয়, সুদূর আমেরিকার কংগ্রেস সদস্য বাংলাদেশের মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, খোদ বাংলাদেশের কোন মন্ত্রী-এমপিকে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া আন্তরিক কোন কথা বলতে বা ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও আদিবাসী সংগঠনসমূহ সম্মিলিতভাবে বিগত ৪ ডিসেম্বর এক মহাসমাবেশে ‘৭ দফা’ দাবির প্রস্তাব করেছে। তাদের দাবিতে রয়েছে সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে ও চাকরিতে ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, স্বাধীন সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি। জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য ও নিষ্পেষণ দূর করা সম্ভব। আর সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষা দেওয়াটা তো রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। তবে বাংলাদেশ সরকারকে অদ্যাবধি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্যত কোন ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। ভবিষ্যতে তেমন কিছু ঘটবে কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

এমন চললে অচিরেই বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক মানবাধিকার কর্মী ডঃ মিজানুর রহমান-এর বক্তব্যে এমনই ভয়ংকর তথ্য উঠে এসেছে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশ আজ জেহাদি ইসলামিক মানুষদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন এখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে। জমি-বাড়ি দখল করে নেওয়া, মঠ-মন্দিরে হামলা চালিয়ে ঠাকুর ভাঙা, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়, অনাদায়ে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করা, খুন-জখম এখন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অল্প বয়সী মেয়েদের তুলে নিয়ে জোর করে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এমন কি বিবাহিত মহিলারাও রেহাই পাচ্ছেন না। ইসলামের সমর্থকদের হাতে তারা ধর্ষিত হচ্ছেন। যখন তারা ঘরে বাইরে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছেন, তখন তাদেরকেও ধর্মান্তরিত করে নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাভ হচ্ছে না। হয় তারা কোন রকম অভিযোগ নিচ্ছেন না, নয়তো অভিযোগ নিলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার। দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের প্রতি বিমাতার মত আচরণ করছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা আতঙ্কে ও অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) ৩০ শতাংশ হিন্দুর বাস ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু খেদাও-তে জেহাদী ইসলামিক সমর্থকেরা উঠে পড়ে লেগেছে। জামাত সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল এদেরকে মদত দিচ্ছে। এমন চলতে থাকলে অচিরেই বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে। শুধু হিন্দুরাই নয়, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ও পার্বত্য উপজাতির মতো সংখ্যালঘুরাও আগামী দিনে বাংলাদেশে আর বসবাস করতে পারবে না। সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর এই অত্যাচারের ঘটনায় ইউএনও উদ্বেগের কথাও জানিয়েছে। এখন দেখার সে দেশের সরকার সংখ্যালঘু রক্ষার্থে কতখানি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে।

হিন্দু সংহতির বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ঃ নতুন আশার আলো

গত ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির অষ্টম বার্ষিক কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় আড়াইশো প্রমুখ কর্মীকে নিয়ে এই সম্মেলন হয়। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কমবেশি নিজ এলাকায় হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ভারত মাতার ছবিতে পুষ্প দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার সূচনা করেন। সূচনা ভাষণে তিনি হিন্দু সংহতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কর্মীদের আরও একবার সচেতন করে দেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সাধারণ হিন্দুরা ক্রমাগত মুসলিম আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। লাভ জেহাদ, হিন্দুর জমি দখল, মন্দিরে হামলা, খাস জমি দখল, শ্মশানকে কবরস্থানে পরিণত করার পরিকল্পনা-একটার পর একটা আক্রমণে কোণঠাসা সাধারণ হিন্দুরা। পশ্চিমবঙ্গে অনেক মিশন-আশ্রম আছে, অনেক হিন্দু সংগঠন আছে, কিন্তু কেউ হিন্দুর এই বিপদের দিনে সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে না। হিন্দু সংহতির কাজই হল এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। হিন্দু সংহতির কর্মীদের পথ তাই কাঁটায় ভরা। আমরা শান্তিকামী। কিন্তু শান্তির জন্যও কিছু মূল্য দেওয়া দরকার। কারণ এ পৃথিবীতে মূল্য না দিয়ে কোন কিছুই পাওয়া যায়না। সভাপতির বক্তব্য কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

দুইদিন ব্যাপী এই কর্মী সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য, উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন দে, সহসভাপতি ব্রজেন রায়, সুজিত মাইতি, সুন্দর গোপাল দাস, সমীর গুহ রায় ও জয়দীপ মিত্র বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক নেন। বেশিরভাগ বৈঠকই ছিল আগামীদিনে সংগঠনের কার্যকলাপ বিষয়ে। সমাপ্তি ভাষণে তপন ঘোষ বলেন, ২০১৬-তেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। হিন্দু সংহতি কর্মীদের তিনি নির্দেশ দেন, কোন রাজনৈতিক দলের সুবিধা করে দেওয়া হিন্দু সংহতির উদ্দেশ্য নয়। রাজনীতির মঞ্চ হিন্দু সংহতির কর্মীদের জন্য নয়। তাদের একমাত্র কাজ হল হিন্দুধর্ম রক্ষা ও হিন্দুর জমি এবং মা-বোনকে রক্ষা করা। সংহতির সমস্ত কর্মী একবাক্যে সভাপতির কথায় সহমত পোষণ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে সমস্ত হিন্দু সংহতি কর্মী প্রদীপ জ্বেলে অগ্নিকে স্পর্শ করে হিন্দু রক্ষায় শপথ গ্রহণ করেন।

ধর্ষকদের গুলি করে মারতে পারলে খুশি হতাম ঃ দিল্লীর পুলিশ কমিশনার

নির্ভয়া কান্ডে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেও নাবালকত্বের ফাঁক দিয়ে মুক্তি পেয়ে গেল অপরাধী। বারবার দিল্লীতে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, অথচ দিল্লী পুলিশ অপরাধীদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাই নিতে পারেনি। পারেনি ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাকে থামাতে। তাই গত ৫-ই জানুয়ারী এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দিল্লীর পুলিশ কমিশনার, বিএস বাসি বলেন, দেশের সংবিধান অনুমতি দিলে আমরা মহিলাদের উপর নির্যাতনের মামলার অভিযুক্তদের ফাঁসিতে চড়িয়ে বা গুলি করে মারতে পারলে খুশী হতাম। দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের এই মন্তব্য বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে দিল্লীর আম আদমি পার্টির ক্ষমতাসীন সরকারকে এক হাত নিয়ে বলেন, দিল্লীর নাগরিকরা যথেষ্ট ভাগ্যবান, কারণ পুলিশ রাজ্য সরকারের নয়। তাদের কাজেও রাজ্য সরকারের দখলদারি নিয়ে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। নাগরিক নিরাপত্তা বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দিল্লী পুলিশের সংঘর্ষ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দিল্লী পুলিশ অপরাধ দমনে যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের দখলদারীতে প্রায়ই তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় বিষয়ে মাথা গলান না, এটা নিয়ে স্থানীয় স্তরেই রাজনীতি হয়।

জাল পাসপোর্টের পান্ডা গ্রেফতার বাগুইআটিতে

পাসপোর্ট কান্ডের তদন্তে নেমে এই চক্রের মূল পান্ডার হদিশ পেল বিধাননগর পুলিশ। এ নিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হল। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শিবানী তেওয়ারি জানিয়েছেন, নূর মহম্মদ ওরফে হাফিজ শেখ দীর্ঘদিন ধরে দেশবিরোধী কাজকর্ম ও জাল পাসপোর্ট চক্র চালিয়ে আসছে। তার এই কাজে সহযোগী ছিল চিত্তরঞ্জন রাণা। সন্দেহ করা হচ্ছে পাঠানকোটে যদি জঙ্গিদের মৃত্যু না হত, তাহলে বাগুইআটি থেকে পাওয়া এই জাল পাসপোর্টের মাধ্যমেই জঙ্গিরা পাড়ি দিত পাকিস্তানে।

পাসপোর্ট চক্রের মূল পান্ডা নূর বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কাঞ্চনা গ্রামের বাসিন্দা। বছর আটেক আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে সে। এখানে এসে হাফিজ শেখ নাম নিয়ে নিজের জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে ফেলে। বাগুইআটি থানা অঞ্চলে চিত্তরঞ্জন রাণা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়। এই চিত্তরঞ্জনও বাংলাদেশের বাসিন্দা। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পূর্বেই সুরজিত দত্ত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ছিল যারা একসঙ্গে জাল পাসপোর্টের কাজে জরিত ছিল। হাফিজের চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মধ্যমগ্রামে এসে ভাড়া থাকতে শুরু করে। এরপর তারা জাল পাসপোর্ট ও জাল ভোটার কার্ড তৈরি করা শুরু করে। তারা গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশ তাদের কাছ থেকে ১১টি জাল পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছে, যার মধ্যে ৮টি হল চুরি করা বা খোয়া যাওয়া এবং ৩টি হল জাল পাসপোর্ট। এছাড়া পুলিশ জানতে পেরেছে হাফিজের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ আছে। প্রায়ই সে ফোনে সেইসব দেশের এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলত।

৬ পাতার শেষাংশ

দ্বিচারী বুদ্ধিজীবিগণ একটু ভাববেন কি ?

সুনীচেন কি ? মনে রাখলে ভাল হয় উক্ত কথাগুলি জড় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। আর চলামান ও বিবেকবোধের নিকট ঐরূপ দর্শন অচল। কারণ হলো, তাহলে অস্তিত্বহীন হতে হয়।

সহনশীলতা বা সহিষ্ণুতা কি শুধুই একপক্ষীয় ? যদি তা না হয়, তা হলে প্রথমেই রাজনীতিকদের কথায় বলতে হচ্ছে চরম অহিংস করমচাঁদ গান্ধী সুভাষকে কোন্ সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন ? শ্যামা প্রসাদ ও শাস্ত্রীর মৃত্যুর সঠিক তদন্ত না করে, কংগ্রেসীগণ কি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন ? জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত বিরোধী নেতা-নেত্রীকে জেলে ঢুকিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কোন্ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন ? গান্ধী হত্যার পর মহারাষ্ট্রে মারাঠী ব্রাহ্মণদের উপর কংগ্রেসী অত্যাচার, ১৯৮৪ সালের শিখ নিধনযজ্ঞ কংগ্রেসী সহিষ্ণুতার উত্তম উদাহরণই বলা যেতে পারে। এইরূপ অসহিষ্ণুদের কাছ থেকে জনগণ সহিষ্ণুতা শিখবে কেন ? মোদিজির মোটামুটি দেড় বছরের শাসনকালে কংগ্রেসীদের সমমানের অসহিষ্ণুতার কী উদাহরণ রেখেছেন- সহিষ্ণুতার কাঙালীগণ জবাব দেবে কি ? ভারতের মুসলমানরা ভারতের বাইরে মুসলিম দেশে ভ্রমণে গিয়ে কখনো কেউ বলেছেন কি, 'মরলেও ভারতে ফিরে যাব না'? পাকিস্তানী হিন্দুরা কিন্তু বলেছে। সুতরাং ভারতের সহনশীলতা কোনভাবেই প্রশ্নের সম্মুখীন নয়। বরং রাষ্ট্রপতির ভাষাতেই বলা যেতে পারে, "ময়লা লেগেছে মনে"। হ্যাঁ, কংগ্রেস, ওদের স্তাবক ও মুসলমানদের মনেই ময়লা লেগেছে। এরা সবই অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুদের প্রতি চরম অসহিষ্ণু হওয়ার সময় এসেছে। অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সহিষ্ণু হওয়ার অর্থ হলো অসহিষ্ণুতাকে বৈধতা দেওয়া। দ্বিচারী বুদ্ধিজীবিগণ একটু ভাববেন কি ?

অন্যায়ভাবে হিন্দু সংহতি কর্মী গ্রেফতার মালদায়

হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী জিতেন্দ্র চৌধুরীকে গ্রেফতার করলো গাজল থানার পুলিশ। তাঁর অপরাধ, গত ৩রা জানুয়ারী, রবিবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সভার নামে থানায় আগুন ও বোমা গুলি, ভাঙচুরের ঘটনায় এক প্রতিবাদ সভা ডেকেছিলেন।

গত রবিবারে কালিয়াচকের তাণ্ডবের পরে মালদা জেলা হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সভার ডাক দেওয়া হয়। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটে নিজের নাম ও ফোন নম্বর দিয়ে সভার প্রচার চালান জিতেন্দ্রবাবু। এই নম্বর দেখেই গাজল থানার পুলিশ জিতেন্দ্র চৌধুরীকে ডেকে পাঠায়। শনিবার ১টা নাগাদ জিতেন্দ্র ও আরও তিনজন গাজল থানায় এলে বিনা কারণে তাদের রাত পর্যন্ত থানায় বসিয়ে রাখা হয়। সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ থানায় ফোন করে জিতেন্দ্র সহ তিনজনকে দীর্ঘক্ষণ ধরে থানায় বসিয়ে রাখার কারণ জানতে চাইলে থানার ও.সি. এর সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপর রাত ২টো নাগাদ বাকি তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও জিতেন্দ্র চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাঁকে কোর্টে তুললে আদালত তাকে জামিনে ছেড়ে দেয়।

মালদার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জিতেন্দ্রর বিরুদ্ধে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ভুল মন্তব্য করায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু জিতেন্দ্রবাবু বলেন, তিনি কোন ভুল করেননি। সভা করার জন্য তিনি গাজল থানায় অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে ডেকে এনে কেন গ্রেফতার করা হল তা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে জানান।

এদিকে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'মালদার পুলিশ উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ। পুলিশ হিন্দুদের কণ্ঠরোধ করছে।'

স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেল তার পরিবার, পুলিশ নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ-বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের তকিপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গ্রামীণ ডাক্তার অনিমেষ ঘোষ (৩২) ২০১৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভালোবেসে বিয়ে করেন গলসি থানার বহিরঘন্ন্যা গ্রামের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩০)কে। তারা রেজেষ্ট্রিও করে। তবে কতগুলি কারণে এতদিন তারা আলাদাই থাকত। এক মাসে আগে নাজমা স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করতে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসে। নাজমার বাড়ির লোকজন অনিমেষের বাড়িতে চড়াও হয়। তারা অনিমেষ ও তারা বাবা-মাকে মারধোর করে এবং নাজমাকে তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা তাদের সাহায্য করে। পুলিশকে বিবাহের বৈধ কাগজ (রেজেষ্ট্রিপত্র) দেখালেও তারা কোন অভিযোগ নেয়নি। এরপর অনিমেষ হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য অনিমেষের বাড়ি যায় এবং প্রশাসনের উপরমহলে জানালে স্থানীয় থানা কেস নিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে নাজমার বাড়ির লোকজন কেস তুলে নেবার বিনিময়ে অনিমেষের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে নাজমাকে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686